আশা বেঁধে রাখি

জামিল হাসান সুজন

বাংলাদেশের পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন থাকে খুন,জখম, হত্যা, সংঘর্ষের রগরগে সব খবর। সেদিনটা ছিল ব্যতিক্রম , দুটি নজর কাড়া খবর, একটি ডঃ ইউনুস শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, অন্যটি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ে দলকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় খবরটির গুরুত্ব কম থাকলেও প্রথমটি পড়ে আমাদের চোখ আনন্দ অশ্রুতে ভিজে যায়। পর পর পঞ্চম বারের মত যে দেশটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দূর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে কুখ্যাতি লাভ করেছে এবং যে দেশটি জন্মলগ্ন থেকেই কিছু ক্ষমতা লিপ্সু মানুষের লোভের আগুনে পুড়ে আজ বিপর্যয় ও ধ্বংসের চুড়ান্ত সীমানায় এসে পৌঁছেছে সেই দেশের একজন মানুষ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্যে এটা একটি বিরাট ঘটনা। ডঃ ইউনুস যে সময়ে শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে অশান্তির দাবানল। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলছে হিংসা, হানাহানি আর রক্তের হোলিখেলা। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সংবাদ এত দুর্যোগের মাঝেও আমাদের মনে আশার আলো জ্বেলে দিল।

একদা রাজনীতি এমন কুৎসিত ও কদর্য ছিলনা। এ দেশেই জন্মেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতারা। ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল সালাম, রফিক, বরকত। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছল অকুতোভয় বীর বাঙ্গালী। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনীতির চিত্রটি বদলে গেল। রাজনীতি দখল করলো অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, বর্বর আর মহল্লার মাস্তান শ্রেণীর লোকেরা। রাজনীতি হয়ে গেল একটা সহজ ব্যবসা যেখানে দরকার নেই কোন শিক্ষা-দীক্ষার। ফলশ্রুতিতে আজকের বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র । সৎ, শিক্ষিত, বিবেকবান , বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মানুষ যোজন যোজন দূরে সরে গেছেন রাজনীতির নোংরা পরিবেশ থেকে। দেশ চলে গেছে রসাতলের সর্বনিম্ন সীমানায়। সার্বিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের জনগণের এখন নাভিশ্বাস। সারা দেশের আকাশ আজ অনিয়ম, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য আর অনিশ্চয়তার কাল মেঘে পরিব্যপ্ত।

বাংলাদেশের মানুষ আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে একটি স্থিতিশীল শান্তিময় পরিবেশের জন্য। শান্তির জন্য যে দেশের মানুষটিকে নোবেল দেওয়া হলো সেই দেশটিতে বহুকাল ধরেই শান্তি উধাও হয়ে গেছে। শান্তির জন্য মাথা খুঁড়ছে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। দেশের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় খুব সামান্যতম কিছু মানুষের হঠকারিতা আর গোঁয়ার্তুমির কারণে দেশের শান্তি

শৃংখলা বিনষ্ট হয়েছে প্রতিনিয়ত। সাধারণ মানুষ এখন অনেক সচেতন। মুখে সুন্দর সুন্দর বুলি আউড়িয়ে মানুষের মন জয় করার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। মিথ্যা বচনে মানুষের পেট ভরেনা। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা, দূর্নীতি, দলীয়করণ আর স্বজনপ্রীতির কারণে তথাকথিত ভন্ড নেতাদের নিকট থেকে ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়েছে জনগণ। মানুষ জানে ক্ষমতায় যাওয়ার অর্থই হচ্ছে লুটপাট আর ভোগ বিলাস। দেশ আর দেশের জনগণের কথা ভাবতে বয়েই গেছে ওদের। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের একজনও দেশ নিয়ে আর কোন আশার আলো দেখেনা। তারা জেনে গেছে বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা। হতাশা গ্রাস করেছে সমগ্র জাতিকে।

তবু এ বুকে আশা বেঁধে রাখি। সুদিন আসবে নিশ্চয় - - একদিন। কেমন করে, কিভাবে তা জানিনা। হয়তো বিধাতা জানেন।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ০৩/১১/২০০৬

লেখক পরিচিতি জানতে উপরে লেখকের ছবিতে টোকা দিন